সীরাতুন নবি ﷺ

বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে নবি-জীবনের গ্রন্থনা

তৃতীয় খণ্ড : খন্দক থেকে মূতা

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৮

ISBN: 978-984-34-322-5

প্রথম বাংলা সংস্করণ:

১ রবীউল আউয়াল ১৪৪০ হিজরি/ ১০ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন

অনলাইন পরিবেশক:
রকমারি.কম
ওয়াফি লাইফ
নিয়ামাহশপ.কম

মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়: বই কারিগর ০১৯৬৮৮৪৪৩৪৯

মূল্য: ৩৩৪ টাকা

মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
https://www.facebook.com/maktabatulbayan/

Siratun Nabi 3 (Biography of the Prophet, Part III) being a Translation of *Sahih al-Sīrat al-Nabawiyyah* of Ibrāhīm Ali translated into Bangla by Jiaor Rahman Munshi and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. First Edition in 2018

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা..... ১৫
সীরাতুন নবি ﷺ ১৭

খন্দক বা আহ্যাব যুদ্ধ ১৯
যুদ্ধের আগের ঘটনাবলি ১৯
যুদ্ধের সময়কাল ও নেপথ্য কারণ ১৯
খন্দক বা পরিখা খনন ২১
আহ্যাব যুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর অলৌকিক ঘটনাবলি ২৩
নবি ﷺ-কে সম্রাটদের প্রাসাদ দেখিয়ে দেওয়া হলো ২৩
খাবারে প্রবৃদ্ধি ২৫
মুশরিক বাহিনীর অবস্থান ২৮
খন্দকের দিন মুসলিমদের সাংকেতিক ভাষা ২৯
যুদ্ধের কিছু চিত্র ৩০
কঠিন দায়িত্বে নিয়োজিত যুবাইর ﷺ ৩০
মুশরিকরা ব্যস্ত রাখায় মুসলিমগণ সালাত আদায় করতে পারেননি! ৩১
অবরোধ শিথিল করার লক্ষ্যে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে গাতফান গোত্রপতির দরকষাকষি ৩৩
আলি ﷺ-এর হাতে আমর ইবনু আব্দূদ আমিরি নিহত ৩৫
সাদ ﷺ-এর তিরন্দাজি দেখে রাসূল ﷺ-এর হাসি ৩৬
সাদ ইবনু মুআয ﷺ আহত ৩৬
মুসলিম নারীদের দুর্গ ভেদ করার ব্যর্থ চেষ্টা ৩৮
হাস্সান ﷺ-এর ভীরুতা সংক্রান্ত বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয় ৩৯
মুশরিকদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা প্রেরণ ৪১
পুবালি বায়ু পাঠিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে সাহায্য করেন ৪৪
আহ্যাব যুদ্ধের পর শক্তির ভারসাম্য বদলে যায় ৪৫
মুশরিকরা চলে যাওয়ার পর নবি ﷺ অস্ত্র নামিয়ে রাখেন ৪৫
খন্দক যুদ্ধে যেসব মুসলিম শহীদ হন ৪৬

বানূ কুরাইযা থেকে হুদাইবিয়া: ঘটনাপ্রবাহ ৪৭

বানূ কুরাইযা যুদ্ধ ৪৭

অভিযানে বের হওয়ার জন্য নবি ﷺ-কে জিব্‌রীল ﷺ-এর নির্দেশ ৪৭

বানূ কুরাইযা যুদ্ধে জিব্‌রীল ﷺ-এর অংশগ্রহণ ৪৮

অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য সাহাবিদের উৎসাহ প্রদান ৪৮

যুদ্ধের নেপথ্য কারণ ৪৯

বানূ কুরাইযা যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পতাকা যাঁর হাতে ছিল ৫০

অবরোধের সময়কাল ৫০

আবূ লুবাবা'র ঘটনা ৫১

বানূ কুরাইযা প্রসঙ্গে সাদ ইবনু মুআয ﷺ-এর ফায়সালা ৫১

প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া ৫৫

বানূ কুরাইযা'র নিহতদের সংখ্যা ৫৫

বানূ কুরাইযা'র একমাত্র নিহত মহিলার ঘটনা ৫৭

কয়েকজন ইয়াহূদি'র ইসলাম গ্রহণ ও বানূ কুরাইযা'র সম্পদ মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন ৫৭

সাদ ইবনু মুআয ﷺ-এর মৃত্যু ৫৮

তাঁকে বহন করার কাজে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ ৫৯

তাঁর কল্যাণের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর সাক্ষ্য ৬০

কবর তাঁকে একবার চাপ দিয়েছে..... ৬১

তাঁর মৃত্যুতে আরশ কেঁপে উঠেছিল! ৬১

জান্নাতে তাঁকে দেওয়া রুমালের বিবরণ ৬১

যাইনাব বিন্‌তু জাহ্‌শ ﷺ-এর সঙ্গে নবি ﷺ-এর বিয়ে ৬২

বিয়ের বার্তা দিয়ে যাইদ ইবনু হারিসা ﷺ-কে প্রেরণ ৬২

হিজাবের বিধান নাযিল হলো ৬৫

সাইয়িদা যাইনাব ﷺ-এর গৌরব ৬৬

তালাকের আগে যাইদ ﷺ-এর অনুযোগ ও নবি ﷺ-এর পরামর্শ ৬৬

ইয়াহূদি আবূ রাফি'র হত্যাকাণ্ড ৬৭

এ হাদীসের শিক্ষা ৬৯

সুমামা ইবনু আসাল হানাফি'র ঘটনা ৬৯

সুমামা'র ঘটনা থেকে শিক্ষা ৭১

বানূ লিহ্‌ইয়ান যুদ্ধ ৭২

উরাইনা গোত্রের লোকদের ঘটনা ৭৪

হুদাইবিয়া থেকে মূতা: ঘটনাপ্রবাহ ৭৭

হুদাইবিয়ার অভিযান ৭৭

অভিযানের সময়কাল ৭৭
নবি ﷺ-এর সাথে-থাকা মুসলিমদের সংখ্যা ৭৮
সংখ্যা নিয়ে তিন ধরনের বর্ণনা ৭৮
সংখ্যায় তারা ছিলেন তেরো শ' ৭৮
তাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ শ' ৭৮
তারা ছিলেন সংখ্যায় পনেরো শ' ৭৯
যুল হুলাইফা থেকে রাসূল ﷺ-এর ইহ্‌রাম ৮১
নবি ﷺ-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কুরাইশদের প্রস্তুতি ৮১
খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের প্রতিরোধ ও নবি ﷺ-এর রাস্তা-বদল ৮২
আলোচনার জন্য নবি ﷺ-এর প্রস্তুতি ৮৪
নবি ﷺ-এর বরকতে শুকনো কুয়োয় পানি! ৮৫
খাবারে প্রবৃদ্ধি! ৮৬
বাদীল ইবনু ওয়ারাকা'র পরামর্শ ৮৭
রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে উরওয়া ইবনু মাসউদ সাকাফি'র আলোচনা ৮৮
উসমান ﷺ-কে কুরাইশদের কাছে প্রেরণ ৯১
বাইআতুর রিদওয়ান বা সন্তুষ্টির শপথ ৯২
মা'কাল ইবনু ইয়াসার ﷺ রাসূল ﷺ-এর মাথার উপর থেকে গাছের ডাল টেনে সরিয়ে রাখেন ৯২
সর্বপ্রথম যিনি রাসূল ﷺ-এর হাতে শপথ নেন ৯৩
যিনি শপথ থেকে পিছিয়ে ছিলেন ৯৩
রাসূল ﷺ-এর হাতে সালামা ﷺ-এর তিনবার শপথ গ্রহণ ৯৪
উসমান ﷺ-এর পক্ষে স্বয়ং নবি ﷺ-এর শপথ ৯৫
উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর শপথ গ্রহণ ৯৬
কেন এই শপথ? ৯৭
সাহাবিদের তিনটি মত ৯৭
মৃত্যুর শপথ ৯৭
পলায়ন না করার শপথ ৯৮
ধৈর্যের শপথ ৯৮
নবি ﷺ-এর সঙ্গে আলোচনার জন্য আহাবীশ জোটের প্রধানকে প্রেরণ ১০১

রাতে আগুন জ্বালানোর ক্ষেত্রে নবি ﷺ সাহাবিদের সাবধান করেন ১০২
মুসলিমদের উপর আক্রমণ করতে এসে কতিপয় মুশরিক বন্দি ১০৩
মুসলিমদের উপর বৃষ্টিপাত ১০৬
রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে আলোচনার জন্য মিকরায ইবনু হাফ্স-কে প্রেরণ ১০৬
কুরাইশদের সঙ্গে আলোচনার জন্য নবি ﷺ খিরাশ ইবনু উমাইয়া খুযাঈ ﷺ-কে পাঠান ১০৭
রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে আলোচনার জন্য সুহাইল ইবনু আমরকে প্রেরণ....১০৭
হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রের লেখক ১০৮
সন্ধি-রচনার ক্ষেত্রে উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর আপত্তি ১০৮
সন্ধিপত্র রচনা প্রসঙ্গে নবি ﷺ ও সুহাইল ইবনু আমরের মধ্যে আলোচনা ... ১১০
সন্ধিপত্র থেকে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ মোছার ক্ষেত্রে আলি ﷺ-এর আপত্তি ১১২
সন্ধির শর্তাবলি ও দফাসমূহ ১১২
খুযাআ গোত্র নবি ﷺ-এর সঙ্গে আর বানূ বাকর গোত্র কুরাইশদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় ১১৪
সুহাইল ইবনু আমরের ছেলে আবূ জান্দাল ﷺ-এর ঘটনা ১১৫
মাথামুণ্ডন ও কুরবানি প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে উম্মু সালামা ﷺ-এর পরামর্শ ১১৭
যে গাছের নিচে শপথ নেওয়া হয়েছিল ১১৮
আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ থাকলে ...' ১১৮
হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের মর্যাদা ১১৯
পানি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তরুণ সাহাবিদের ভূমিকা ১২১
হুদাইবিয়ার সন্ধিই হলো বিজয়! ১২১
হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে ফেরার পথে সূরা আল-ফাতহ্ নাযিল ১২৪

উকবা ইবনু আবী মুআইতের মেয়ে উম্মু কুলসুমের ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ১২৭

নবি ﷺ-এর কাছে মহিলাদের শপথগ্রহণ ১২৮

আবূ বাছীর ﷺ-এর ঘটনা ১৩০

যী-কারাদ বা গাবা যুদ্ধ ১৩২

যুদ্ধের সময়কাল ১৩২
যুদ্ধের ঘটনাবলি ১৩৪
সালামা ও এক আনসার সাহাবির মধ্যে প্রতিযোগিতা ১৪০

এক মুসলিম নারী বন্দির ঘটনা ১৪০
খাইবার যুদ্ধ ১৪২
যুদ্ধের সময়কাল ১৪২
নবি ﷺ সিবা ইবনু উরফুতা গিফারি ﷺ-কে স্থলাভিষিক্ত করে যান ১৪৪
মুসলিম বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমির ইবনুল আকওয়া ﷺ-এর কবিতা আবৃত্তি ১৪৪
খাইবার যাওয়ার পথে মুসলিম বাহিনীর খাবার ১৪৭
মুসলিমদের দেখে খাইবারবাসীগণ চমকে উঠে ১৪৭
খাইবার যুদ্ধের দিন যারা নবি ﷺ-এর পতাকা বহন করেছিলেন ১৪৯
আবূ বাকর ﷺ ১৪৯
উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ ১৪৯
আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ ১৫০
আলি ﷺ-এর হাতে ইয়াহূদি মারহাব নিহত ১৫১
মারহাবের দাঁতে আলি ﷺ-এর তরবারির আঘাত ১৫৪
এক বেদুইন শহীদের ঘটনা ১৫৪
বীর যোদ্ধা অবশেষে জাহান্নামী! ১৫৬
আহত সালামা ইবনুল আকওয়া'র পরিচর্যায় নবি ﷺ ১৫৭
আত্মসাৎকারী এক ব্যক্তির ঘটনা ১৫৮
গৃহপালিত গাধার মাংস হারাম করা হলো ১৫৮
আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল ﷺ ও চর্বির ব্যাগ ১৫৯
খাইবারের ইয়াহূদিদের পরিণতি ১৫৯
ফসল ভাগাভাগির শর্তে ইয়াহূদিদের বহাল রাখা হলো ১৬৩
সাফিয়্যা ﷺ-এর সঙ্গে নবি ﷺ-এর বিয়ে ১৬৩
নবি ﷺ-এর খাইবার পৌঁছার আগে সাফিয়্যা ﷺ-এর স্বপ্ন ১৬৩
বিয়ে ১৬৪
দেনমোহর ১৬৬
নবি ﷺ-এর খাবারে বিষ প্রয়োগ ১৬৬
নবি ﷺ-এর উপর বিষের তীব্র প্রতিক্রিয়া ১৬৮
নবি ﷺ কি বিষপ্রয়োগকারী মহিলাকে হত্যা করেছিলেন? ১৬৮
খাইবারের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন ১৬৯
বণ্টন-প্রক্রিয়া ১৬৯
নবি ﷺ-এর নিকটাত্মীয়দের অংশ ১৭০
অংশ নির্দিষ্ট না করে দাসদেরকে গনীমাতের সম্পদ থেকে কিছু দেওয়া

হয়েছিল ১৭১
নবি ﷺ মহিলাদেরকে গনীমাতের অংশ দিয়েছিলেন ১৭১
গনীমাত বণ্টন নিয়ে আবূ হুরায়রা ও আবান ইবনু সাঈদ ﷺ-এর মধ্যকার ঘটনা ১৭২
মক্কাবাসীদের সঙ্গে হাজ্জাজ ইবনু ইলাত ﷺ-এর কৌশল ১৭৩
গনীমাতের সম্পদ আত্মসাৎকারীর ঘটনা ১৭৫
সূর্যোদয়ের পরে ফাজরের সালাত আদায় ১৭৬
পানিতে বরকত হওয়ার মু'জিযা ১৭৮
হাবশা'র মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ১৮১
হাবশায় হিজরতকারীদের মহত্ত্ব ১৮২
জোরে তাকবীর দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা ১৮৪
মুহাজিরগণ কর্তৃক আনসারদের সম্পদ ফেরত প্রদান ১৮৫
খাইবার জয়ের পর মুসলিমগণের পেটভরে খেজুর খাওয়া ১৮৬
এক আনসার সাহাবিকে খাইবারের প্রশাসক নিযুক্তকরণ ১৮৬
খাইবার যুদ্ধ থেকে উৎসারিত বিধি-বিধান ও শিক্ষা ১৮৬

বানূ ফাযারায় আবূ বাকর ﷺ-এর নেতৃত্বে অভিযান ১৮৮

হুরুকাত অঞ্চলে গালিব ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বে অভিযান ১৮৯

কাদীদ অঞ্চলে গালিব ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বে অভিযান .. ১৯০

এক সাহাবির হাতে এক মুসলিম নিহত ১৯২

আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা সাহ্‌মি ﷺ-এর অভিযান ১৯৩

যাতুর রিকা যুদ্ধ ১৯৫

নামকরণের কারণ ১৯৫
যুদ্ধের সময়কাল ১৯৫
নবি ﷺ-কে হত্যার চেষ্টা ও সাহাবিদের নিয়ে নবি ﷺ-এর সালাতুল খাওফ আদায় ১৯৬
আব্বাদ ইবনু বিশর ﷺ-এর রাত জেগে পাহারা দেওয়ার ঘটনা ১৯৮
জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ-এর উটের ঘটনা ১৯৯
জাবির ﷺ-এর হাদীস থেকে শিক্ষা ২০১

কাযা উমরা পালন ২০২

সময়কাল ২০২
কুরাইশদের উক্তি, 'মদীনার জ্বর মুসলিমদের দুর্বল করে দিয়েছে!' ২০৩

তাওয়াফের সময় রাসূল ﷺ-এর সামনে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷺ-এর কবিতা আবৃত্তি ২০৪
উমরার সময় নবি ﷺ-এর নিরাপত্তা বিধান ২০৫
মাইমূনা ﷺ-এর সঙ্গে নবি ﷺ-এর বিয়ে ২০৫
সময়সীমা শেষ হওয়ার পর মক্কা ছাড়ার জন্য রাসূল ﷺ-এর প্রতি মুশরিকদের আহ্বান ২০৬
নবি ﷺ-এর পেছনে পেছনে হামযা ﷺ-এর মেয়ে বেরিয়ে পড়েন ২০৮

সম্রাট ও শাসকদের উদ্দেশে রাসূল ﷺ-এর চিঠিপত্র ২০৯

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের উদ্দেশে পত্র ২১০
পারস্য সম্রাট কিস্‌রার কাছে চিঠি ২১৬
নাজাশি'র নিকট চিঠি ২২১
মিশরের শাসক মুকাওকাসের উদ্দেশে চিঠি ২২২

আমর, খালিদ ও উসমান ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণ ২২২

আমর ও খালিদ ﷺ-এর একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ ২২৪

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর।

দেড় সহস্রাব্দি জুড়ে রচিত অসংখ্য সীরাত গ্রন্থের মধ্যে মুহাদ্দিস ইবরাহীম আলি কর্তৃক সংকলিত *'সহীহুস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ্'* গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো—এখানে লেখকের নিজের বিবরণীতে সীরাত পেশ করা হয়নি; বরং সীরাতের বিবরণী সম্বলিত বিশুদ্ধ হাদীসসমূহকে একের পর এক উল্লেখ করা হয়েছে। এদিক থেকে এটি মূলত একটি বিশুদ্ধ হাদীস-সংকলন মাত্র।

লেখকের নিজস্ব বিবরণীতে সীরাত পেশ না করে, প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবিদের ভাষ্য হুবহু তুলে ধরায়, একদিকে ঘটনাবলি হয়ে উঠেছে আশ্চর্য রকমের জীবন্ত, অপরদিকে পাঠকবর্গও হতে পারছেন নিঃসংশয়; কারণ, লেখক নিজে থেকে ধারাভাষ্য দিলে, নবি ﷺ ও সাহাবিদের বক্তব্য হুবহু এমন ছিল কি না—এ নিয়ে পাঠকের মনে একটি সংশয় থেকেই যায়।

পেছনে ঘটে-যাওয়া ঘটনার ক্ষেত্রে প্রামাণিকতা জরুরি। ঐতিহাসিক সকল ঘটনার ক্ষেত্রে এ নীতিটি সমানভাবে কার্যকর হলেও, মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনেতিহাসের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য; কারণ, আল্লাহ ও পরকাল-প্রত্যাশী লোকদের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জীবনই হলো সর্বোত্তম আদর্শ; আর অনুকরণীয় আদর্শের উৎস হওয়া চাই শক্তিশালী, প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য।

মুহাদ্দিস ইবরাহীম আলি কর্তৃক সংকলিত *'সহীহুস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ্'* নামক গ্রন্থটিকে আমরা বাংলা অনুবাদে চার খণ্ডে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। গত বছর রবিউল আউয়াল মাসে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়, যেখানে স্থান পেয়েছে নবি ﷺ-এর জন্মের আগ থেকে শুরু করে মদীনায় হিজরত পর্যন্ত সময়কার ঘটনাপ্রবাহ। গত রমাদান মাসে প্রকাশিত হয় এর দ্বিতীয় খণ্ড, যেখানে হিজরতের পর থেকে খন্দক যুদ্ধ পর্যন্ত সময়কার ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে।

আলহামদু লিল্লাহ, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হলো গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ড। এ খণ্ডের পরিধি খন্দক বা আহ্যাব যুদ্ধ থেকে নিয়ে মূতা

যুদ্ধ পর্যন্ত সময়কাল। এতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি যেসব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে, তা হলো: আহ্যাব যুদ্ধের নেপথ্য কারণ, এ যুদ্ধে নবি ﷺ-এর অলৌকিক ঘটনাবলি, বানূ কুরাইযাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার কারণ, হুদাইবিয়ার অভিযান, সন্ধির শর্তাবলি ও দফাসমূহ, চুক্তি পালনে নবি ﷺ-এর আন্তরিকতা, খাইবার যুদ্ধ, আত্মসাতের বিভীষিকা এবং বিভিন্ন সম্রাট ও শাসকের উদ্দেশে নবি ﷺ-এর চিঠিপত্র।

এসব বিবরণ থেকে আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—নবি-জীবন কোনও কল্পলোকের প্রশান্ত ঘটনাপ্রবাহের নাম নয়, এ হলো মানুষের বাস্তব জীবনে প্রতিদিন ঘটে-চলা ও ঘটিতব্য বিভিন্ন ঘটনার একটি আদর্শ রূপ মাত্র। ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সীরাত হয়ে উঠুক আমাদের প্রতিদিনের পথচলার আলোকবর্তিকা! আমীন!

জিয়াউর রহমান মুন্সী
২৫ সফর ১৪৪০ হিজরি/ ৪ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
jiarht@gmail.com

সীরাতুন নবি ﷺ

খন্দক বা আহ্যাব যুদ্ধ

যুদ্ধের আগের ঘটনাবলি

যুদ্ধের সময়কাল ও নেপথ্য কারণ

এ যুদ্ধের সময় ও তারিখ নিয়ে দুটি মত রয়েছে: এর মধ্যে একটি মত ইবনু ইসহাকের; তার মতে, এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে (হিজরতের) পঞ্চম বছর।

[৪৪৪] মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণিত, 'খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে; আর ওই বছরেই মারা যান সাদ ইবনু মুআয ﵁।'[১] ইবনু কাইয়িম তার *যাদুল মাআদ* গ্রন্থে বলেন, 'দুটি মতের মধ্যে বিশুদ্ধতর মত হলো, এ যুদ্ধ হিজরি পঞ্চম সালের শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে; কারণ, এ নিয়ে কোনও মতবিরোধ নেই যে, উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে; আর মুশরিকরা পরের বছর অর্থাৎ চতুর্থ বছর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মোকাবিলা করার জন্য আগাম ঘোষণা দিয়ে যায়, পরে ওই বছর প্রচণ্ড খরা দেখা দেওয়ায় তারা যুদ্ধ থেকে পিছু হটে; পঞ্চম সালে তারা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসে। এটি সিয়ার ও মাগাযী-বিশেষজ্ঞদের মত।'[২]

ইবনু সাদ তার *আত-তাবাকাত* গ্রন্থে ও বাইহাকি তার *আস-সুনান* গ্রন্থে এ মত গ্রহণ করেছেন। যাহাবি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এ মত সমর্থন করেছেন, আর ইবনু হাজার *ফাতহুল বারী* গ্রন্থে এবং আবূ উবাইদ *কিতাবুল আমওয়াল* গ্রন্থে এর উপর নির্ভর করেছেন।[৩]

ইবনু কাসীর বলেন, "খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে হিজরি পঞ্চম বছরের শাওয়াল মাসে। ইবনু ইসহাক, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, কাতাদা সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের অনেক বিশেষজ্ঞ এ মত দিয়েছেন। আর যুহ্‌রি

---

[১] হাইসামি *(মাজমাউয যাওয়াইদ,* ৬/১৪২) বলেন, 'হাদীসটি তাবারানি বর্ণনা করেছেন; এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।' ইবনু হিশাম, *আস-সীরাহ,* ২/২১৪।

[২] *যাদুল মাআদ,* ৩/২৬৯।

[৩] ইবনু হিশাম, *আস-সীরাহ,* ২/২১৪; ইবনু সাদ, *আত-তাবাকাত,* ২/৬৫; *আল-মাগাযী আন-নাবাবিয়্যাহ,* পৃ. ৭৯; *কিতাবুল আমওয়াল,* পৃ. ২৩৫; *ফাতহুল বারী,* ৭/৩৯৩; অধ্যায়: যুদ্ধবিগ্রহ, পরিচ্ছেদ: খন্দক যুদ্ধ; বাইহাকি, *দালাইলুন নুবুওয়াহ,* ৩/৩৯৩–৩৯৭।

স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, খন্দক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে উহুদ যুদ্ধের দু' বছর পর; আর এ নিয়ে কোনও মতবিরোধ নেই যে, উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তৃতীয় বর্ষের শাওয়াল মাসে।"[১]

অপর মতটি হলো, খন্দক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে হিজরি চতুর্থ বর্ষের শাওয়াল মাসে। মূসা ইবনু উকবা তার *মাগাযী* গ্রন্থে এ মত ব্যক্ত করেছেন। মালিক ইবনু আনাস এ মতের অনুসারী; বুখারির ঝোঁকও এ মতের দিকেই। তবে, ইবনু হাজার আস্কালানি *ফাতহুল বারী* গ্রন্থে এ মতের প্রবক্তাদের যুক্তি খণ্ডন করে এর দুর্বলতা তুলে ধরার পাশাপাশি একে অনির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করেছেন। আর এ পুরো কাজটিই তিনি করেছেন শক্তিশালী দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে। (আগ্রহী পাঠকগণ) সেখানে দেখে নিন।[২]

[৪৪৫] ইবনু ইসহাক বলেন, 'উরওয়া ইবনুয যুবাইরের বরাতে ইয়াযীদ ইবনু রূমান আমাদের বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনু কাব ইবনি মালিক, মুহাম্মাদ ইবনু কাব কুরাযি, যুহ্‌রি, আসিম ইবনু উমার ইবনি কাতাদা ও আবদুল্লাহ ইবনু আবী বাকর ﷺ প্রমুখের বক্তব্য আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গে তারা সবাই একযোগে বলেন, "(কাফিরদের) সম্মিলিত জোটকে যারা সংঘবদ্ধ করেছিল, তারা ছিল কয়েকজন ইয়াহূদি। তাদের মধ্যে ছিল সালাম ইবনু আবিল হাকীক, হুআই ইবনু আখতাব নাদরি, কিনানা ইবনু আবিল হাকীক নাদরি, হূযা ইবনু কাইস ওয়াইলি ও আবূ আম্মার ওয়াইলি। এরা ছিল বানুন নাদীর গোত্রের। এরা কুরাইশদের কাছে এসে তাদেরকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানায়। আর এ কথা বলে (তাদের আশ্বস্ত করে),

> 'তার শিকড় উপড়ে ফেলার আগ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি!'

কুরাইশরা তাদের বলে,

> 'ওহে ইয়াহূদি সম্প্রদায়! তোমরা তো আগে থেকেই (আসমানি) কিতাবের অনুসারী। মুহাম্মাদ ও আমাদের মধ্যে কী নিয়ে দ্বন্দ্ব তা তো তোমরা ভালো

---

[১] ইবনু কাসীর, *আস-সীরাহ্*, ৩/১৮০; ভিন্নমত খণ্ডনের জন্য ইবনু ইসহাক দেখুন।

[২] *ফাতহুল বারী*, ৭/৩৯৩; অধ্যায়: যুদ্ধবিগ্রহ, পরিচ্ছেদ: খন্দক বা আহ্যাব যুদ্ধ।

করেই জানো। এখন বলো দেখি, আমাদের দ্বীন অধিক উত্তম, নাকি তার দ্বীন?'

তারা বলে,

'তোমাদের দ্বীনই বরং তার দ্বীনের চেয়ে অধিক উত্তম; তার তুলনায় তোমরাই সত্যের অধিক কাছাকাছি।'

এদের প্রসঙ্গে আল্লাহ নাযিল করেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَـٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّـهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّـهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

"তুমি কি তাদের দেখনি, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞান থেকে কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা জিব্ত ও তাগূতকে মানে আর কাফিরদের সম্পর্কে বলে, ঈমানদারদের তুলনায় এরাই তো অধিকতর নির্ভুল পথে চলেছে? এই ধরনের লোকদের ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন। আর যার ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেন, তোমরা তার কোনও সাহায্যকারী পাবে না।"

(সূরা আন-নিসা ৪:৫১–৫২)" '[১]

খন্দক বা পরিখা খনন

[৪৪৬] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ খন্দক বা পরিখার কাছে যান। তখন মুহাজির ও আনসারগণ পরিখা খনন করছেন। সময়টি ছিল ঠান্ডার সকাল। তাদের হয়ে এ (পরিখা খননের) কাজ করে দেবে, তাদের এমন ক্রীতদাস ছিল না। তাদের কষ্ট ও ক্ষুধার দশা দেখে নবি ﷺ বলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ

فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

"হে আল্লাহ! পরকালের জীবনই তো আসল জীবন।

সুতরাং তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও!"

তাঁর জবাবে সাহাবিগণ বলেন,

---

[১] ইবনু হিশাম, *আস-সীরাহ*, ২/২১৪–২১৫;

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا
عَلٰى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا

"আমরা তো সেসব লোক, যারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে শপথ নিয়েছি,
সারাজীবন জিহাদেই কাটিয়ে দেবো।" '

অপর এক বর্ণনায় আনাস ﷺ বলেন, 'মুহাজির ও আনসারগণ মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করতে শুরু করেন। পিঠে করে মাটি বহন করে নেওয়ার সময় তারা বলতে থাকেন,

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا
عَلٰى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا

"আমরা তো সেসব লোক, যারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে শপথ নিয়েছি,
সারাজীবন জিহাদেই কাটিয়ে দেবো।" '

তাদের জবাবে নবি ﷺ বলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ
فَبَارِكْ فِيْ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

"হে আল্লাহ! পরকালের কল্যাণই তো আসল কল্যাণ।
সুতরাং তুমি আনসার ও মুহাজিরদের (কাজে) বরকত দাও!"

তারা মুঠি ভরে যব নিয়ে আসতেন। রঙ ও গন্ধ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এমন বস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে সেসব যব রান্না করা হতো। এরপর তাদের সামনে তা পরিবেশন করা হতো। সবাই তখন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। ওই খাবার তাদের গলায় আঠার মত লেগে থাকত। আর এর গন্ধও ছিল বাজে।'[১]

[৪৪৭] বারা ইবনু আযিব ﷺ বলেন, 'আহযাব যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ (নিজে) পরিখা খনন করেন। আমি তাঁকে পরিখার মাটি সরাতে দেখি। একপর্যায়ে ধুলায় ঢেকে যাওয়ায় আমি তাঁর পেটের চামড়া আর দেখতে পাইনি। তাঁর শরীরে ছিল প্রচুর পশম। আমি শুনতে পাই, তিনি মাটি সরাতে সরাতে ইবনু রাওয়াহার এ পংক্তিগুলো আবৃত্তি করছেন,

---

[১] বুখারি, অধ্যায়: যুদ্ধবিগ্রহ, পরিচ্ছেদ: খন্দক যুদ্ধ, হাদীস নং ৪০৯৯, ৪১০০; মুসলিম, অধ্যায়: জিহাদ ও সিয়ার, পরিচ্ছেদ: আহ্যাব বা খন্দক যুদ্ধ, হাদীস নং ১৮০৫; *আল-ফাতহুর রব্বানি,* ২১/৭৭।